# কৈফিয়ৎ

আবদুল মান্নান তালিব

# কে রাজা

আবদুল মান্নান তালিব

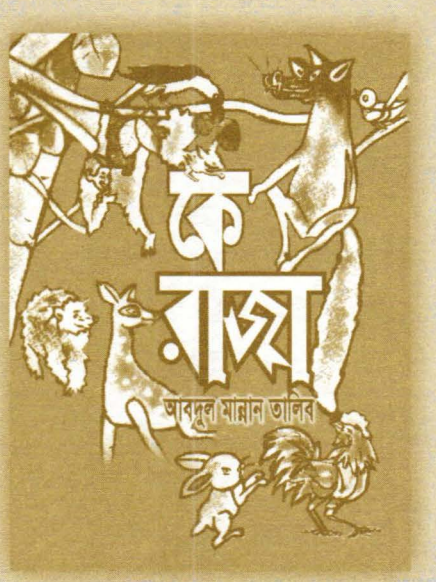


আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
**আধুনিক প্রকাশনী**
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১

আঃ প্রঃ ২৬৭
১ম প্রকাশ- মার্চ ২০০১

বিনিময় ঃ ৪৫ টাকা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ- মিম

মুদ্রণে ঃ ক্ল্যাসিক প্রোডাক্টস
১০৫, ফকিরাপুল, ফোন ঃ ৪১৯৭১৮

বনের ভেতর বাস করে
খেঁকশেয়ালের ছা,
হাঁস-মুরগী পেলে পরেই
জাপটে ধরে পা।

অবশ্য সে বনে শুধু খেঁকশেয়ালই থাকে না। শেয়াল, পাতি-শেয়াল, গাধা, ঘোড়া, হরিণ আরো অনেক জানোয়ারই বাস করে। থাকে সবাই মিলে-মিশে। খায়-দায়, ঘুরে বেড়ায়। আরামে-সুখে দিন কাটে তাদের।

একদিন বনের মধ্যে ঘোড়ারা কচি কচি ঘাস খাচ্ছিল। অনেকগুলো গাধাও চরে বেড়াচ্ছিল। হরিণরা সবুজ কচি কচি পাতা চিবুচ্ছিল।

পাতিশেয়ালরা ওঁৎ পেতে ছিল এদিক ওদিক, দু'-একটা ঘর-পালানো হাসঁ- মুরগীর আশায়। এমন সময় একটা চালাক শেয়াল উঁচু মতো একটা মাটির ঢিবির ওপর উঠে বললো ঃ

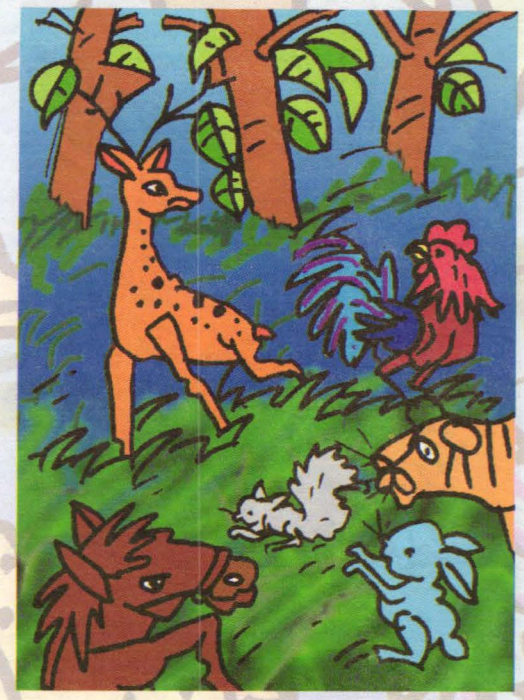

আমি সবার রাজা,
সবাই আমার প্রজা।
না করলে মোর পূজা
সবাই পাবে সাজা।

সবাই চোখ তুলে চাইলো। সবাই শুনলো কথাটা। বেশ মজাই লাগলো সকলের কাছে।

সবাই বললো ঃ

শেয়াল এখন মোদের রাজা,
আমরা সবাই তাঁরই প্রজা,
করবো সবাই তাঁরই পূজা।

এতোদিন তাদের কোন রাজা ছিল না। তাই এখন তারা রাজা পেয়ে বেজায় খুশি।

বনের মধ্যে একদিন আগুন লাগলো, সে কী আগুন! কিছুক্ষণের মধ্যে সব গাছপালা জ্বলে উঠলো দাউ দাউ করে। সবাই পালাতে লাগলো। কিন্তু কোথায় যাবে ? সব দিকেই যে আগুন!

তারা শেয়াল রাজার কাছে এসে বললো ঃ

শেয়াল রাজা, শোনো ওগো শোনো,
বনের মাঝে লাগলো আগুন কেনো?
নেভাও তারে যেমনি করে পারো,
তোমার পূজা করবো মোরা আরো।

শেয়াল রাজাতো ভেবে অস্থির। কেমন করে লাগলো আগুন? আর কেমন করেই বা তা নেভানো যায়? অনেক ভেবে-চিন্তে রাজা বললো ঃ

'আমি তোমাদের রাজা, একথা ঠিক। তোমরা আমার প্রজা, একথাও ঠিক। কিন্তু আগুন কেমন করে নেভানো যায় এ ব্যাপারে আমি ভেবে দেখছি। তোমরা এখন যাও।'

দেখতে দেখতে হঠাৎ বৃষ্টি নামলো মুষলধারে। গাছ-পালা, ঝোপ-ঝাড়ের আগুন নিভে গেলো। বনের পশুরা বেঁচে গেলো এ যাত্রায়। সুযোগ বুঝে শেয়াল রাজা চিৎকার করে বললো ঃ

দ্যাখো আমি বনের রাজা
কেমন করে আগুন নেভাই,
অবাক চোখে চেয়ে দ্যাখো
তোমরা সবাই, তোমরা সবাই।

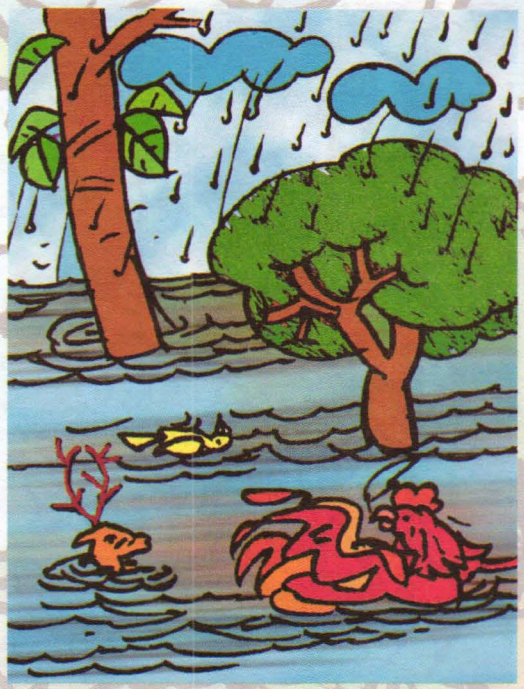

আগুন তো নিভলো, কিন্তু বৃষ্টি যে আর থামে না!

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামছে। সারাটা বন বুঝি ভেসে যাবে। খেঁকশেয়ালের গর্তগুলো ভরে গেলো পানিতে। বাচ্চাগুলো 'কেয়া-হুয়া' 'কেয়া-হুয়া' করে কাঁদতে লাগলো। অনেক বাচ্চা পানিতে ডুবে মরলো। পাতি-শেয়ালদের বড় বড় গর্তও পানিতে গেলো ভরে। তাদেরও অনেক বাচ্চা-কাচ্চা মারা গেলো। হরিণ, ঘোড়া, গাধা, সবাই পানির মধ্যে ঠাণ্ডায় কাঁপতে লাগলো!

শেয়াল রাজা একটা টিলার ওপর পা ছড়িয়ে বসেছিল। সবাই তার কাছে গিয়ে জড়ো হলো।

তারা বললো ঃ

শেয়াল রাজা, শেয়াল রাজা,
আমরা সবাই তোমার প্রজা।
বৃষ্টি এবার করলো সারা,
আমরা বুঝি পড়বো মারা।

বৃষ্টি ঝরতে লাগলো-একদিন, দু'দিন, তিনদিন।
চারদিনের দিন বৃষ্টি থামলো।
আকাশ ফর্শা পাঁচ দিনের দিন।

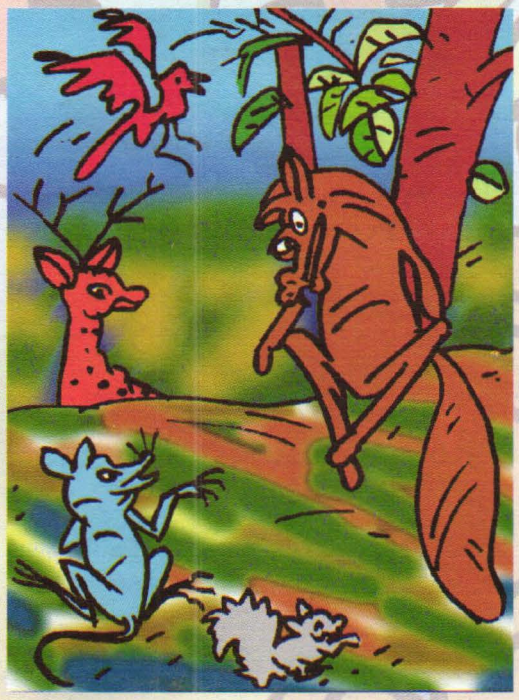

ছ' দিনের দিন সব শেয়াল, গাধা, হরিণ, ঘোড়া এক জায়গায় এসে দাঁড়ালো। শেয়ালের বংশের অর্ধেক সাবাড় হয়ে গেছে। বাকি অর্ধেক কাঁদছে হাউ মাউ করে। গাধা, ঘোড়া, হরিণদেরও অনেক মারা গিয়েছিল। তারাও কাঁও-মাও করে জুড়ে দিয়েছে কান্না। শেয়াল রাজা লেজ দাবিয়ে মাথা হেঁট করে বসেছিল। করার কিছুই ছিলো না তার।

সবাই চিৎকার করে বললো ঃ

শেয়াল রাজা, শেয়াল রাজা,
কেমন তরো তুমি রাজা ?
পানির তোড়ে আমরা মরি,
তুমি থাকো টিলায় চড়ি!

শেয়াল রাজা কি জবাব দেবে ? মুখ নিচু করে বসে রইলো।

সবাই বললো তখন ঃ তুমি আমাদের রাজা নও। আমরাও তোমার প্রজা নই। তুমি কিছুই করতে পারো না। কাজেই তোমার মতো রাজার আমাদের কোনো দরকার নেই।

এখন তারা নতুন রাজা ঠিক করতে চাইলো।

বনের কিনারে একটি সুন্দর হরিণ চরে বেড়াচ্ছিল। কচি কচি ঘাস মুখে নিয়ে খুব চিবোচ্ছিল সে কয়েক দিন না খেয়ে থাকার পর। তাই কোনো দিকে তাকাচ্ছিল না। সবাই বললো ঃ এ-ই আমাদের রাজা। চলো আমরা একে সালাম করি গে।

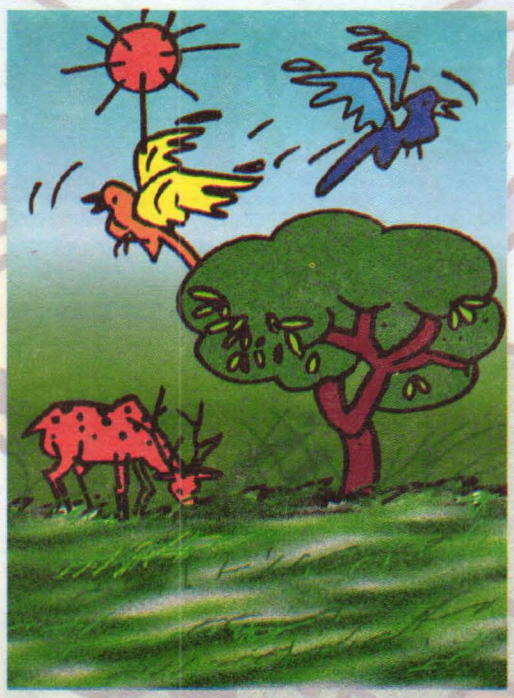

সুন্দর হরিণটার কাছে গেলো সকলে।
তোমরা কি মনে কর আসলে? —অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো হরিণ।
বললো সবাই ঃ

তুমিই মোদের রাজা
আমরা তোমার প্রজা।
করবো তোমার পূজা।

এইনা শুনে হরিণ বেজায় খুশী! এমন কথা আগে কোনোদিন শোনেনি সে। ঘাস-খাওয়া ভুলে গিয়ে আনন্দে সে দিলো এক লাফ। ছুটোছুটি করলো অনেকক্ষণ। তারপর বললো ঃ

জানি জানি, আমি জানি,
তোমাদের তো প্রজাই মানি।
যদি সবাই ভালাই চাও,
আমাকেই সালাম দাও।

সবাই সামনের দিকে মাথা নুইয়ে হরিণকে সালাম করলো। তারপর বললো ঃ হরিণ রাজা, আমরা সবাই তো তোমার প্রজা। আমরা তোমার কথা মেনে চলবো। কিন্তু বর্ষার পানিতে আমাদের অনেকে মারা পড়েছে। তুমি দয়া করে তাদেরকে বাঁচিয়ে দাও।

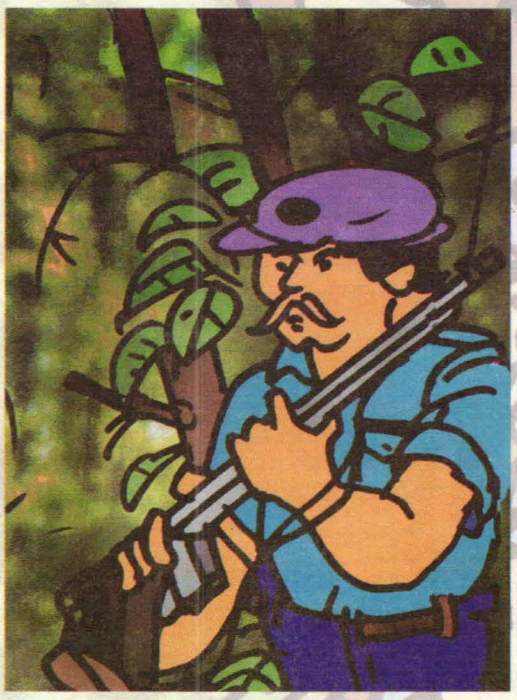

তাহলে আমাদের সংখ্যা আবার বেড়ে যাবে। আমরা সব দুঃখ ভুলে যাবো। মনের আনন্দে আমরা আবার চরে বেড়াতে পারবো বনের মধ্যে।

হরিণ রাজা কিছুক্ষণ ভাবলো। তারপর বললো ঃ যারা মরে গেছে তারা সবাই শেয়ালকে রাজা মানতো। শেয়াল রাজাই তাদেরকে বাঁচিয়ে দিতে পারতো। এখন আমি তাদেরকে কেমন করে বাঁচাই। আমার প্রজাদের কেউ মারা পড়লে আমি তাকে বাঁচিয়ে তুলবো।

হরিণ রাজার কথা বুঝতে পারলো সকলে। চুপ করে গেলো সবাই। ফিস্‌ফাস করে নিজেদের মধ্যে কিছু আলাপ করে বললো ঃ

এই বনেতে এবার হতে
তোমায় রাজা মানি,
হয় না যেন আর কখনো
মোদের জীবন হানি।

নতুন রাজার অধীনে সবকিছু ঠিক মতো চললো কিছুদিন। বনের রাজ্যে আবার ফিরে এলো আনন্দ।

এক শীতের দিনে সবাই বাইরে বের হয়ে রোদ পোহাচ্ছিল। হঠাৎ গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজে সমস্ত বন কেঁপে উঠলো। বনের সকলে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো। এ আবার

কি নতুন উৎপাত শুরু হলো বনের রাজ্যে! –ভাবলো সবাই।

তবু তাদের কেউ কেউ বললো ঃ

মোদের রাজা, হরিণ রাজা জেনো,
কেউ পেয়োনা একটুও ভয় কোনো।

সবাই বললো ঃ চলো, হরিণ রাজার কাছে চলো। হরিণ রাজাই বলতে পারবে, আমরা আবার কোন্ বিপদের মুখে পড়লাম। হরিণ রাজাই এ বিপদ থেকে আমাদের বাঁচাতে পারবে।

সবাই হাজির হলো হরিণ রাজার কাছে। কিন্তু রাজার অবস্থা দেখে সবার চোখ ছানাবড়া। হরিণ রাজা তো চিৎপটাং! তার বুক থেকে গল্‌গল্ করে রক্ত বেরুচ্ছে। দু-চারবার হাত-পা ছুঁড়েই রাজার দফা শেষ।

বুঝলো সবাই বনে শিকারী এসে গেছে। এখন পালাতে হবে। যে যার গর্ত আর নিরাপদ জায়গার দিকে ছুটতে লাগলো। শিকারীরা এসে হরিণ রাজার ঠ্যাং ধরে টেনে নিয়ে গেলো।

পরদিন ঘর থেকে বেরুলো সবাই ভয়ে ভয়ে। একটা বুড়ো শেয়াল বললো ঃ প্রজাদের বাঁচাবার আগেই হরিণ রাজার প্রাণ গেলো। এখন আমাদের রাজা হবে কে?

সকলে বললো ঃ তাইতো! তাইতো! এখন আমাদের রাজা হবে কে? কে হবে আমাদের রাজা?

আবার বনের সবাই বের হয়ে পড়লো রাজার খোঁজে। একটা পুরনো বটগাছের ওপর বসেছিল একটা বুড়ো দাঁড়কাক। তার কাছে হাজির হলো সকলে ঃ

বুড়ো দাঁড়কাক, বুড়ো দাঁড়কাক শোনো,
কুল-কিনারা পাচ্ছি না যে কোনো!
যদিও মোরা প্রজা,
নেই আমাদের রাজা।
দাও বলে দাও, কোথায় মোরা যাবো?
কোথায় থাকে মোদের রাজা, কোথায় গেলে পাবো?

গাছের মগডালে বসে কাক কয়েক বার মাথা দোলালো। ডান পা'টা দিয়ে মাথাটা চুলকালো ক'বার। তারপর বললো ঃ

নেই তোমাদের এবার হতে রাজা,
নও তোমরা এবার কারো প্রজা।

কেউ ভেবো না পরের কথা,
নিজেই বোঝো নিজের ব্যথা।

কাকের কথায় সবার চমক ভাংলো। তাইতো ! আমরা নিজেরাই তো রাজা হতে পারি নিজেদের ? সবাই খুশী হলো খুব। আনন্দে নাচতে লাগলো। গেয়ে উঠলো সবাইঃ

আমরা তো নই কারো প্রজা,
আমরা সবাই মোদের রাজা।

কাক তখন ব্যস্ত হয়ে বললো ঃ থামো, থামো !

চুপ করলো সবাই। দাঁড়কাক বললো ঃ সবাই রাজা হয়ে তো গেলে। এখন

তোমাদের ঝগড়া-বিবাদগুলো মেটাবে কে ? সবাই রাজা হয়ে গেলে তোমরা কার কথাই-বা মেনে চলবে ? তাই আমার পরামর্শ মতো কাজ করো তোমরা সকলে। তোমাদের নিজেদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী বুদ্ধিমান, তাকে বেছে নাও। নিজেদের নেতা বানিয়ে নাও তাকে। তোমরা যেভাবে চাইবে, তেমনি চালাবে সে তোমাদের। ফলে সে তোমাদের নেতা হলেও তোমরাই আসলে হবে রাজা।

সবাই আনন্দে লাফাতে লাগলো। শেয়ালগুলো হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া করে ডেকে উঠলো। গাধারা পোঁ পোঁ করে চক্কর দিলো ক'বার। ঘোড়ারা লাফালো চিঁহি চিঁহি করে। 'কাকটার যা বুদ্ধি !' ভাবলো ওরা।

একটা শেয়াল গান ধরলো ঃ

সবাই যখন রাজা,
আমিও তখন তাই।

ঘোড়া তাল মেলালো ঃ

আমিও হলাম রাজা,
তাইরে নাইরে নাই !

একটা হরিণ এসে ধরলো নাচ ঃ

আহা, কি মজা !
আমিও রাজা ভাই।
তাইরে নাইরে নাই !

মোটকথা, সবাই চেঁচালো, গাইলো আর নাচলো যার যেমন খুশী। গলা ফুলিয়ে চিৎকার করে আকাশ ফাটালো তারা। শেষটায় লেগে গেলো হৈ-চৈ। এর শিঙে ওর পেটে কোঁৎকা লাগে। ওর লাথিতে এ হুমড়ি খেয়ে পড়ে। একজনের লেজের বাড়িতে

আর একজনের মেজাজ যায় বিগ্‌ড়ে। মানে একটা ছোটখাটো যুদ্ধ লেগে গেলো। একটা বুড়ো শেয়াল আর এক বেচারা রোগা পটকা গাধা অক্কা পেলো সেখানেই।

সেই বুড়ো কাকটা মগডালে বসে পশুদের এই লড়াই দেখছিল। লড়াই করতে করতে যখন সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তখন কাক নীচের ডালে নেমে এলো। তারপর চেঁচিয়ে বললো ঃ

তোমরা সবাই এমনি করে লড়াই না করে মিলেমিশে কাজ করো। আর তোমরা নিজেদের মধ্যে ভোটাভুটি করে নাও। যে সবচেয়ে বেশী ভোট পাবে, সে হবে নেতা।

তারপর আমতা আমতা করে বললো কাক ঃ চাও তো আমিও এই ভোটে দাঁড়াতে পারি।

রাজী হয়ে গেলো সবাই। নতুন ধরনের ব্যাপার তো ? সবারই ভালো লাগলো ! যা হোক, ভোটাভুটিতে জিতলো শেষটায় কাকই।

এবার কাক বক্তৃতা দিতে লাগলো ঃ তোমরা সবাই যখন আমার প্রজা তখন মিলেমিশে কাজ করো। তোমাদের যার যে রকম সামর্থ সে সেরকমই শিকার করবে। আর তাতে বাধা দিতে পারবে না কেউ।

একথা শুনে আনন্দ আর ধরে না তাদের। গেয়ে উঠলো সবাই ঃ

কাক আমাদের রাজা,
আমরা নিজের রাজা।

বনের রাজ্যে দিনের পর রাত আর রাতের পর দিন গড়িয়ে যায়। কাক রাজার কথামতো সবাই চলতে লাগলো। কিন্তু জোয়ান ও বলিষ্ঠ পশুদের হলো পোয়াবারো, তারা ইচ্ছে মতো শিকার করে। কাউকে ভাগ না দিয়ে খায়। দুর্বল আর বুড়ো পশুরা খাটতেও পারতো না, খেতেও পারতো না। ফলে হাহাকার পড়ে গেলো আবার বনের রাজ্যে।

দুর্বলরা জোট বেঁধে এসে নালিশ করলো রাজার কাছে ঃ

কাক রাজা, কাক রাজা,
আমরা সবাই তোমার প্রজা।
কেউ খেতে পায় অনেক করে,
না পেয়ে কেউ ক্ষুধায় মরে।
বনের রাজ্যে এ অবিচার
আর কিছুদিন চললে,
সবাই হবে মরে সাবাড়
কেউ কিছু না-বললে।

কাক উত্তর দিলো ঃ তাইতো ! এতো সত্যিই অবিচার !

কাক বনের সব পশুদের ডেকে পাঠালো। সবাই এসে গেলে বললো ঃ দেখো, তোমাদের একটা কথা ভাবা উচিত। তোমরা সবাই সবার ভাই। অথচ তোমাদের কেউ বেশী খাবে, কেউ না খেয়ে মরবে, এটা কি করে হতে পারে ? তোমাদের সবার সমান সমান খাওয়া উচিত। এখন থেকে সবাই শিকার করে সব এনে হাজির করবে আমার সামনে। আমি তা থেকে সকলকে সমানভাবে ভাগ করে দেবো।

তাই হলো। সবাই শিকার করে যা পেতো তার সব এনে রাখতো কাক রাজার সামনে। কাক তখন তার কিছু ভাগ-বাটোয়ারা করে দিতো। সবার মধ্যে। কিছু খেতো নিজে, আর কিছু দিতো তার ছেলে-পুলে, নাতি-নাতনীদেরকে। জমিয়েও রাখতো সে নিজের জন্যে কিছু কিছু করে।

এসব দেখে শেয়ালদের কেউ কেউ ভাবলো, শিকার না করেই যদি পা'র ওপর পা' তুলে দিন কাটানো যায় তাহলে আর শিকার করে লাভ কি ? তারা ভাবলো, বড় বড় মোরগকে আমরা ফাঁদে আটকাই কত কষ্ট করে, আর ভাগের বেলায় আমরা পাই অন্যদের মতই অল্প অল্প। এ কেমন ধরনের সুবিচার ? ঠিক আছে, আমরা আর এসবে নেই।

ফলে এরপর হতে শিকারকারী প্রাণীর সংখ্যা কমে আসতে লাগলো, যদিও খাবার সময় লাইন লাগাতো সবাই।

কাক রাজা এ অবস্থা দেখে আঁটলো এক ফন্দী। এতদিনের জমানো খাবারগুলো গোপনে গোপনে ফেললো সরিয়ে। তারপর সুবিধে মতো সময়ে অন্য এক বনে গেলো পালিয়ে।

খোঁজ-খোঁজ। কিন্তু কাক রাজাকে পেলো না কেউ কোথাও। সবাই তখন ক্লান্ত হয়ে সুর ধরলো ঃ

কে দেবে আজ খাবার-দাবার,
কোথায় গেলো রাজা এবার ?

বসে বসে খেয়ে অনেকে আলসে হয়ে গিয়েছিল। ওরা চাইলো না খাবার জোগাড় করার জন্যে আবার কাজ করতে। ওরা ভাবছিল, কাক রাজার ভাঁড়ার থাকতে চিন্তা কি ? কিন্তু কোথায় কাক রাজা ? কোথায় ভাঁড়ার ? ক্ষিধেয় অস্থির হয়ে গাধা চেঁচালো ঃ

শেয়াল, হরিণ, কাক,
কেউতো রাজা নয়,
মোরাও নিজেদের
নই রাজা নিশ্চয়।

তাইতো ! ব্যাপারটাতো তাই দাঁড়াচ্ছে ! হঠাৎ সবার মনে পড়লো বনের কিনারে সেই বুড়ো ময়ূরের কথা। একজন বললো ঃ চলো, আমরা সবাই দল বেঁধে তার কাছে যাই। জেনে নেই, কি করতে হবে আমাদের।

বুড়ো ময়ূর থাকতো সেখানে একাই। মেলামেশাও করতো না কারো সাথে খুব একটা। কারো সাথে সে যোগ দেয়নি। রাজা মানেনি শেয়ালকে, রাজা মানেনি হরিণকে, রাজা মানেনি কাককেও।

বরাবর ময়ূর বলে বেড়াতো ঃ দ্যাখো, শেয়াল আমাদের রাজা নয়, হরিণ রাজা নয়, কাকও আমাদের রাজা নয়। আমরাও নিজেদের রাজা হতে পারিনে। বরং আমরা সব্বাই হচ্ছি গে' প্রজা।

তার কথা শুনে সবাই হেসে বলেছিল ঃ 'ময়ূরের বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে। তার কথা অত্যন্ত সেকেলে, এ যুগে ওসব কথা চলে না।'

কিন্তু ময়ূরের কথার নড়চড় হয়নি। সে সবসময় এক কথাই বলে ঃ

কেউ নয় রাজা,
কেউ নয় রাজা,
আমরা ও তোমরা
সব্বাই প্রজা।

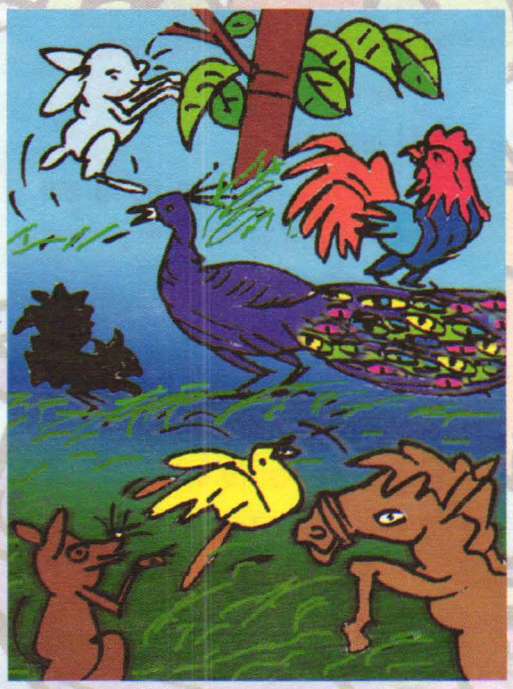

এবার ওরা আবার ময়ূরের কাছে গেলো দল বেঁধে। ময়ূর কি যেন ভাবছিল চুপ করে বসে। ওরা তার কাছে গিয়ে বললো ঃ

ময়ূর ভায়া সবার চেয়েই গুণী তুমি যে,
দাও, বলে দাও, মোদের আসল রাজা কে ?

গুণী ময়ূর কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো ঃ তোমরা কোনোদিন আমার কথায় কান দাওনি। তোমাদের রাজা একজন। মাত্র একজন। তিনি হলেন আল্লাহ্। তিনিই সবার রাজা। তোমার, আমার সকলের। আর কেউ রাজা হতে পারে না।

জীবন দেন তিনি
মৃত্যু দেন তিনি,
সবার আহার তিনিই যোগান
সবার প্রতি দৃষ্টি রাখেন তিনি।
চাঁদ সুরুজ আর লক্ষ কোটি তারা
তারায় তারায় বনের আকাশ ভরা,
গাছ গাছালি সবই যে তাঁর সৃষ্টি
আকাশ থেকে ঝরান তিনি বৃষ্টি,
যখন তিনি চান
অঝোর ধারায় ঝরান অফুরান।

ফল-মূল আর নানা রকম খাদ্য
সুবাস ভরা নানা জাতের ফুল,
সুনীল আকাশ সাত রঙা রংধনু
সৃষ্টি এসব তাঁরি
নেই যে এদের তুল।
বিশাল সাগর আকাশ ছোঁয়া পাহাড়
বন বনানী এই পৃথিবী
মালিক তিনি সবার।
আমার তোমার সবার মালিক
একাই তিনি সবার মালিক,
তিনিই প্রভু তিনিই রাজা,
আল্লাহ ছাড়া নেই প্রভু আর
আমরা সবাই তাঁরি প্রজা।

জ্ঞানী ময়ূরের কথা শুনলো সবাই চুপ করে। ভুল বুঝতে পারলো নিজেদের। সকলে বলে উঠলো এক সাথে ঃ

তিনিই মোদের প্রভু,
তিনিই মোদের রাজা,
আল্লাহ্ ছাড়া নেই প্রভু আর
আমরা সবাই তাঁরই প্রজা।

সবাই নিস্তব্ধ হয়ে শুনলো জ্ঞানী ময়ূরের কথা। তাহলে কি সত্যিই এতোদিন ভুল করে এসেছে তারা ? সত্যিই তো ! যতগুলো রাজা তারা বানিয়েছে এ পর্যন্ত, তাদের কেউ শান্তি আনতে পারেনি তাদের রাজ্যে। শুধু অশান্তিতে আর অনাচারে মরবার যোগাড় হয়েছে সবার। ভোগান্তিই সার হয়েছে সবকিছুতে। ঠিকই বলেছে জ্ঞানী ময়ূর।

নীরবতা ভেঙে শেয়াল বললো ঃ আমরা আসলে আল্লাহ্‌রই প্রজা, আর তিনিই আমাদের রাজা, একথা বুঝতে পেরেছি আমরা এখন। শুধু শুধুই এতোদিন কষ্ট করলাম আমরা। এবার তিনিই আমাদের চালাবেন ঠিকমতো।

গাধা তার গলা বাড়িয়ে সায় দিলো শেয়ালের কথায় ঃ শেয়াল ঠিকই বলেছে। আমাদের রাজা আল্লাহ্। তিনিই আমাদের চালাবেন ঠিকমতো এবার থেকে। তিনিই মেটাবেন আমাদের ঝগড়া-ঝাটি। তিনি আমাদের খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করবেন। আর কোনো চিন্তা নেই আমাদের।

আর কোনো চিন্তা নেই। তিনিই চালাবেন এবার আমাদের। -সবাই বললো এক সাথে।

সকলে চুপ করলে জ্ঞানী ময়ূর বললো ঃ হ্যাঁ, ভাই। তোমরা ঠিকই বলছো। তিনিই চালাবেন আমাদের, যদি আমরা তাঁকেই রাজা মেনে নিয়ে তাঁর হুকুম মতো চলি। কিন্তু আল্লাহ্‌কে কেউতো দেখতে পায় না। আল্লাহ্‌র হুকুম চলবে কিভাবে? তাই শোনো, যে যার মতো আল্লাহ্‌র হুকুম মেনে চললে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। তাই দেখতে হবে কে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো। কাকে আমরা বেশী পছন্দ করি। আমাদের নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে তাকেই আমাদের সরদার করে নিতে হবে। সেই সরদারই দেখাশোনা করবে, কে আল্লাহ্‌র হুকুম মতো চলছে, আর কে চলছে না।

খুব ভালো লাগলো কথাগুলো সকলের। একটা পাতি-শেয়াল উঠে দাঁড়িয়ে বললো ঃ কিন্তু সরদার কি একাই পারবে এতসব কাজ করতে ? হিমসিম খেয়ে যাবে না সে এতোবড় কাজ করতে গিয়ে ?

জ্ঞানী ময়ূর হেসে বললো ঃ ঠিকই বলেছো ভাই। তাই সরদারকে একা ছেড়ে দেবো না আমরা। তার কাজে সাহায্য করার জন্যে তোমরা বেছে নেবে তোমাদের মাঝ থেকেই কয়েকজনকে। সরদার কখনো ভুল করলে তারা তাকে সুধরে দেবে। আর ভালো কাজ করলে তাকে সাহায্য করবে। সবার যিনি রাজা তাঁরই নির্দেশে চলবে

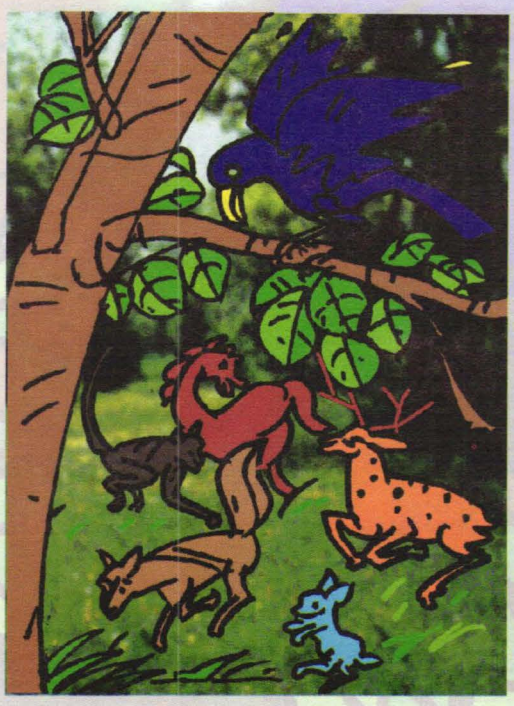

সবকিছু। আর তাহলেই আমরা সুখ আর শান্তিতে থাকতে পারবো। চিন্তা থাকবে না আমাদের আর কোনো।

বনের সকলে মেনে নিল এই নিয়ম।

তারপর---

রাজ্যটাতে শান্তি এলো
সবাই পেলো সুখ,
সরদার আর রাজ্য জুড়ে
সবার হাসি-মুখ।